ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন
নগর ভবন, ঢাকা-১০০০
www.dscc.gov.bd

স্মারক সংখ্যা: ৪৬.২০৭.০১৮.০৩.০৪.৪০৭.২০১০- ৯১৫

তারিখ: ১৮ ফাল্গুন ১৪৩২ / ০১ মার্চ ২০২৬

কার্যার্থে: ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ কর্তৃক জারীকৃত "দুর্নীতির ধারণা সূচক ২০২৫" শীর্ষক প্রতিবেদনটি সদয় অবগতি ও যথাবিহীত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে পৃষ্ঠাঙ্কন করা হলো।

সদয় কার্যার্থে :

১. বিভাগীয় প্রধান (সকল), ..., ঢাদসিক।
২. আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), অঞ্চল....., ঢাদসিক।

অনুলিপি: জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. প্রশাসকের একান্ত সচিব, ঢাদসিক (মাননীয় প্রশাসকের সদয় অবগতির জন্য)।
২. সিস্টেম এনালিস্ট, ঢাদসিক (সংস্থার তথ্য বাতায়নে প্রকাশের জন্য)।
৩. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার ব্যক্তিগত সহকারী, ঢাদসিক (প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৪. সচিবের ব্যক্তিগত সহকারী, ঢাদসিক (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৫. দপ্তর অনুলিপি (নথি নম্বর: ৪৬.২০৭.০১৮.০৩.০৪.৪০৭.২০১০, তারিখ: ২২.০২.২০১০)।

২৯/০২/২০২৬

(মোহাম্মদ নাছিম আহমেদ)
সচিব
ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

মোহাম্মদ নাঈম আহমেদ
সচিব
ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

দুর্নীতির
ধারণা সূচক ২০২৫

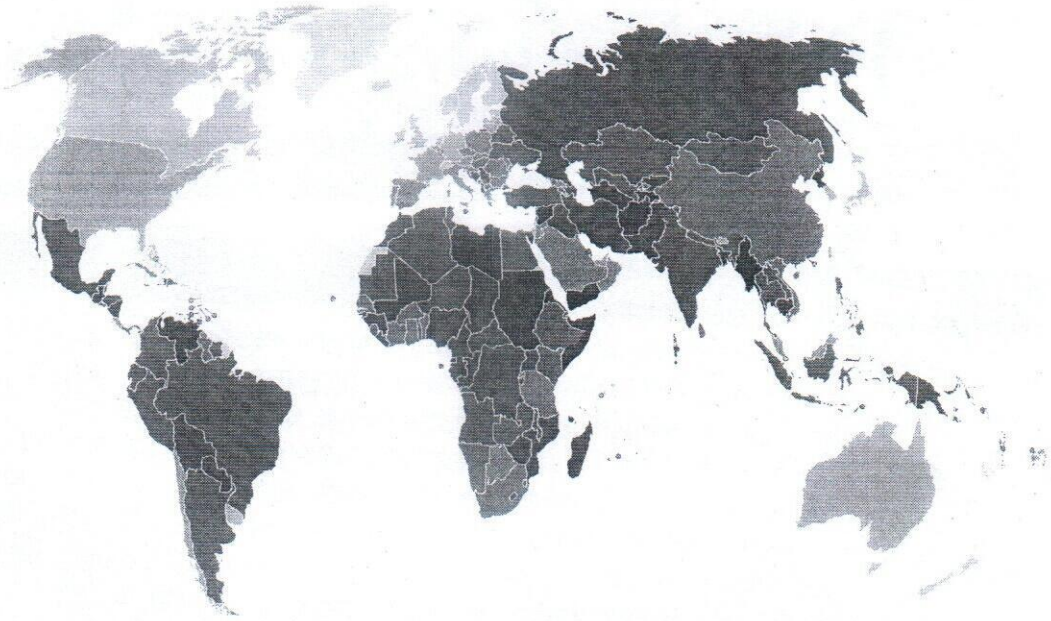

স্কোর

সর্বোচ্চ দুর্নীতিগ্রস্ত — সর্বনিম্ন দুর্নীতিগ্রস্ত

০-৯ ১০-১৯ ২০-২৯ ৩০-৩৯ ৪০-৪৯ ৫০-৫৯ ৬০-৬৯ ৭০-৭৯ ৮০-৮৯ ৯০-১০০ কোনো তথ্য নেই

দুর্নীতির ধারণা সূচক ২০২৫

বার্লিনভিত্তিক আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) কর্তৃক প্রকাশিত দুর্নীতির ধারণা সূচক (করাপশন পারসেপশনস ইনডেক্স বা সিপিআই) ২০২৫ অনুযায়ী সূচকে অন্তর্ভুক্ত ১৮২টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের স্কোর ২৪। নিম্নক্রম অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান ১৩ তম– যা দক্ষিণ এশিয়ায় দ্বিতীয় সর্বনিম্ন এবং এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে চতুর্থ সর্বনিম্ন স্কোর ও অবস্থান।

বৈশ্বিকভাবে গত বছরের তুলনায় এ বছর ৪৮টি দেশের স্কোর বৃদ্ধি পেয়েছে, ৬৮টি দেশের স্কোর কমেছে এবং ৬৪টি দেশের স্কোর অপরিবর্তিত রয়েছে।* সূচকের ০ থেকে ১০০ স্কেলে কোনো দেশই শতভাগ স্কোর অর্জন করেনি। বিশ্বের দুই তৃতীয়াংশ দেশ (১২২টি) এ বছর ৫০ এর কম স্কোর পেয়েছে। এবার বৈশ্বিক গড় স্কোর ৪২– যা গত এক দশকেরও বেশি সময়ের মধ্যে সর্বনিম্ন। ২০১২ সাল থেকে এই সূচকে ৩১টি দেশের উন্নতি হলেও, ৫০ টি দেশের অবনতি হয়েছে। সূচকে ৮৯ স্কোর পেয়ে ২০২৫ সালে সবচেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে তালিকার শীর্ষে অবস্থান করছে ডেনমার্ক; ৮৮ স্কোর নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে ফিনল্যান্ড এবং ৮৪ স্কোর পেয়ে তৃতীয় স্থানে সিঙ্গাপুর। আর ৯ স্কোর পেয়ে যৌথভাবে তালিকার সর্বনিম্নে অবস্থান করছে দক্ষিণ সুদান ও সোমালিয়া; ১০ স্কোর পেয়ে নিম্নক্রম অনুযায়ী দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ভেনেজুয়েলা এবং ১৩ স্কোর পেয়ে যৌথভাবে তৃতীয় সর্বনিম্ন অবস্থানে রয়েছে ইয়েমেন, লিবিয়া ও ইরিত্রিয়া।

সিপিআই ২০২৫ : বাংলাদেশ

সিপিআই ২০২৫ অনুযায়ী বাংলাদেশের স্কোর ২৪; যা গত বছরের তুলনায় ১ পয়েন্ট বেশি হলেও চৌদ্দ বছরের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন। সূচকের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, এই এক পয়েন্ট স্কোর বৃদ্ধির পেছনে জুলাই অভ্যুত্থানের ফলশ্রুতিতে সূচিত গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিমূলক সুশাসন অর্জনে অব্যবহিত ইতিবাচক সম্ভাবনার প্রভাব কাজ করেছে। তবে রাষ্ট্রসংস্কার প্রক্রিয়ার পরবর্তী বাস্তবতার প্রতিফলন– সংশ্লিষ্ট তথ্যসূত্রের মেয়াদভূক্ত ছিলো না। এ বছর স্কোর বিবেচনায় উচ্চক্রম অনুসারে এক ধাপ ওপরে উঠে বাংলাদেশের অবস্থান ১৮২টি দেশের মধ্যে ১৫০তম এবং নিম্নক্রম অনুসারে গত বছরের তুলনায় এক ধাপ অবনতি হয়ে ১৩তম। একই স্কোর নিয়ে তালিকার উচ্চক্রম অনুযায়ী বাংলাদেশের সঙ্গে যৌথভাবে ১৫০তম অবস্থানে রয়েছে সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক ও প্যারাগুয়ে। আর দক্ষিণ এশিয়ায় ১৬ পয়েন্ট ও উর্ধ্বক্রম অনুযায়ী ১৬৯তম অবস্থান নিয়ে সর্বনিম্ন স্কোর ও অবস্থানে রয়েছে আফগানিস্তান। এ অঞ্চলে আফগানিস্তানের পরই বাংলাদেশের স্কোর ও অবস্থান দ্বিতীয় সর্বনিম্ন।

* নতুন অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহ এই হিসাবের বাইরে।

বাংলাদেশ : সিপিআই স্কোর ও অবস্থান ২০০১-২০২৫

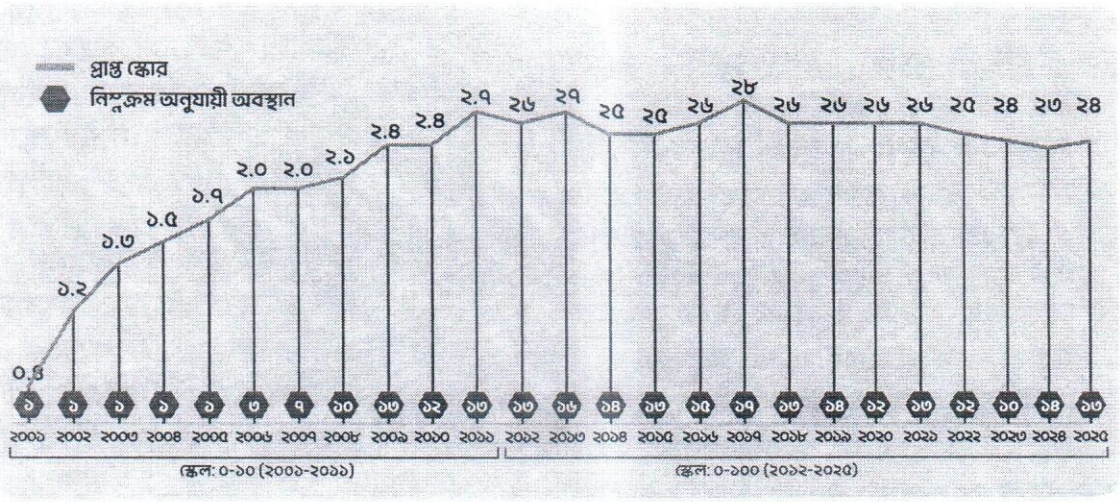

সূচক অনুযায়ী ২০২৫ সালে বাংলাদেশের অবস্থান-সংক্রান্ত ব্যাখ্যা

সিপিআই ২০২৫ অনুযায়ী ১০০ এর মধ্যে বৈশ্বিক গড় স্কোর ৪২, যেখানে বাংলাদেশের স্কোর ২৪– যা বৈশ্বিক গড় স্কোরের তুলনায় ১৮ পয়েন্ট এবং এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের গড় স্কোর ৪৫-এর তুলনায় ২১ পয়েন্ট কম। বাংলাদেশের স্কোর সর্বশেষ ১৪ বছরের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন– যা ২০২৩ এর অনুরূপ। তাই টিআইবির বিশ্লেষণ অনুযায়ী, দেশে দুর্নীতির ব্যাপকতা গভীর উদ্বেগজনক বলেই প্রতীয়মান হয়। তাছাড়া বাংলাদেশ এই সূচক অনুযায়ী এমন দেশসমূহের মধ্যে আছে, যারা দুর্নীতির লাগাম টানতে ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। তবে দুর্নীতির ব্যাপকতা ও গভীরতার কারণে 'বাংলাদেশ দুর্নীতিগ্রস্ত বা বাংলাদেশের অধিবাসীরা সবাই দুর্নীতিতে নিমজ্জিত'–এ ধরনের ব্যাখ্যা ঠিক নয়। যদিও দুর্নীতি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য দূরীকরণ– সর্বোপরি, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে কঠিনতম অন্তরায়, তথাপি দেশের আপামর জনগণ দুর্নীতিগ্রস্ত নয়; তারা দুর্নীতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ও ভুক্তভোগীমাত্র এবং দুর্নীতির হাতে জিম্মিদশার কারণে তাদের অনেকক্ষেত্রে অবৈধ লেনদেনে বাধ্য হতে হয়। তাই ক্ষমতাবানদের দুর্নীতি ও তা প্রতিরোধে ব্যর্থতার কারণে দেশ বা জনগণকে কোনোভাবেই দুর্নীতিগ্রস্ত বলা যাবে না।

সূচক অনুযায়ী ২০১২-২০২৫ পর্যন্ত বাংলাদেশের অবস্থানের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

সিপিআই সূচকের বিশ্লেষণ বলছে, ২০২৫ সালে বাংলাদেশের স্কোর সর্বশেষ ১৪ বছরের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন। অর্থাৎ স্কোর বিবেচনায় বাংলাদেশ একই চক্রে আবর্তিত হচ্ছে। ২০১২ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত সূচকে ব্যবহৃত ১০০ স্কেলে বাংলাদেশের স্কোর ২৫ থেকে ২৮ এর মধ্যে আবর্তিত ছিলো। ২০২৩ সালে এই স্কোর এক পয়েন্ট অবনমন হয়ে ২৪ এবং ২০২৪-এ আরো এক পয়েন্ট অবনমন হয়ে ২৩-এ নেমে আসে। এবারের স্কোর এক পয়েন্ট বেড়ে ২৪ হলেও, বাংলাদেশের নিম্নগামী অবস্থানের কোনো বাস্তব পরিবর্তন আসেনি। বরং জুলাই অভ্যুত্থানের ফলে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ও সুশাসনের পথে যে অগ্রগতির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিলো, এই স্কোরে তার তাৎক্ষণিক প্রতিফলন ঘটেছে। ২০১২ থেকে ২০২৫ মেয়াদে সিপিআই স্কোরের প্রবণতা বিশ্লেষণ (Trend Analysis) অনুযায়ী বাংলাদেশের এ বছরের স্কোর দুই পয়েন্ট কম এবং গত চৌদ্দ বছরের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন। এই সময়কালে টানা চার বছরসহ মোট ছয়বার বাংলাদেশের স্কোর ছিলো ২৬, তিনবার ২৫, দুইবার ২৪ এবং একবার করে ২৩, ২৭ ও ২৮। নিম্নক্রম অনুযায়ী এ বছরসহ বাংলাদেশের অবস্থান ছিলো সর্বোচ্চ পাঁচ বার ১৩তম, তিন বার ১৪তম, দুই বার ১২তম এবং একবার করে ১০, ১৫, ১৬ ও ১৭তম।

বাংলাদেশের বর্তমান স্কোর ও অবস্থান প্রমাণ করে যে, গত দেড় বছরে অর্ন্তবর্তীকালীন সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ও দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছে। এমনকি আমলাতন্ত্র এবং রাজনৈতিক ও অন্যান্যভাবে ক্ষমতাবান নানা শক্তির প্রভাবে দুর্নীতি প্রতিরোধক আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো তৈরি, মামলার কার্যকর বিচার, স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশকারী, সাংবাদিক ও অনুসন্ধানী সাংবাদিক বা তদন্তকারীদের আইনি সুরক্ষা নিশ্চিতে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরিতেও সরকারের ব্যর্থতা স্পষ্ট। অন্যদিকে দুর্নীতি দমনে দায়িত্বপ্রাপ্ত দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)-সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকর্তৃক প্রস্তাবিত সংস্কার প্রস্তাবসমূহ অবহেলিত হওয়া অথবা বাস্তবায়িত না হওয়ায় তাদের প্রকৃত ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে।

দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের তুলনা

২০২৫ সালের সিপিআই অনুযায়ী দক্ষিণ এশিয়ার আটটি দেশের মধ্যে পাঁচটি দেশের স্কোর ১ থেকে ৩ পয়েন্ট পর্যন্ত উন্নতি হয়েছে। বাকি দুইটি দেশের ১ পয়েন্ট করে অবনমন এবং একটি দেশের স্কোর অপরিবর্তিত রয়েছে। এর মধ্যে শ্রীলংকার স্কোর সর্বোচ্চ ৩ পয়েন্ট এবং বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও মালদ্বীপের ১ পয়েন্ট করে উন্নতি হয়েছে। আর ভুটান ও আফগানিস্তানের স্কোর ১ পয়েন্ট কমেছে এবং নেপালের স্কোর অপরিবর্তিত রয়েছে। উর্ধ্বক্রম অনুযায়ী এ বছর দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে শ্রীলংকার অবস্থান সর্বোচ্চ চৌদ্দ ধাপ, মালদ্বীপ ও ভারতের পাঁচ ধাপ এবং বাংলাদেশের অবস্থানের এক ধাপ উন্নতি হয়েছে। তবে নেপালের অবস্থান দুই ধাপ, পাকিস্তানের এক ধাপ এবং আফগানিস্তানের অবস্থান সর্বোচ্চ চার ধাপ অবনমন হয়েছে। আর ভুটান এক স্কোর কম পেলেও তাদের অবস্থান অপরিবর্তিত রয়েছে। উল্লেখ্য, দক্ষিণ এশিয়ায় একমাত্র ভুটান ছাড়া এ বছরও বাকি সাতটি দেশ সূচকের গড় স্কোর ৪২-এর কম পয়েন্ট পেয়েছে। অর্থাৎ সার্বিকভাবে দক্ষিণ এশিয়ায় দুর্নীতির ব্যাপকতা ও গভীরতা এখনও বেশ উদ্বেগজনক।

২০২৫ সিপিআই সূচকে দক্ষিণ এশিয়ার ৮টি দেশ

দেশ	প্রাপ্ত স্কোর	উর্ধ্বক্রম অনুযায়ী অবস্থান	দেশ	প্রাপ্ত স্কোর	উর্ধ্বক্রম অনুযায়ী অবস্থান
ভুটান	স্কোর ৭১, ১ পয়েন্ট অবনমন	অবস্থান ১৮, অপরিবর্তিত	মালদ্বীপ	স্কোর ৩৯, ১ পয়েন্ট উন্নতি	অবস্থান ৯১, ৫ ধাপ উন্নতি
ভারত	স্কোর ৩৯, ১ পয়েন্ট উন্নতি	অবস্থান ৯১, ৫ ধাপ উন্নতি	শ্রীলঙ্কা	স্কোর ৩৫, ৩ পয়েন্ট উন্নতি	অবস্থান ১০৭, ১৪ ধাপ উন্নতি
নেপাল	স্কোর ৩৪, অপরিবর্তিত	অবস্থান ১০৯, ২ ধাপ অবনমন	পাকিস্তান	স্কোর ২৮, ১ পয়েন্ট উন্নতি	অবস্থান ১৩৬, ১ ধাপ অবনমন
বাংলাদেশ	স্কোর ২৪, ১ পয়েন্ট উন্নতি	অবস্থান ১৫০, ১ ধাপ উন্নতি	আফগানিস্তান	স্কোর ১৬, ১ পয়েন্ট অবনমন	অবস্থান ১৬৯, ৪ ধাপ অবনমন

দুর্নীতির ধারণা সূচক (সিপিআই) কী?

বার্লিনভিত্তিক আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) প্রতি বছর সিপিআই প্রকাশের মাধ্যমে দুর্নীতির বিশ্বব্যাপী ব্যাপকতার একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরে। সিপিআই-এ অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহের রাজনীতি ও প্রশাসনে বিরাজমান দুর্নীতির ব্যাপকতা সম্পর্কে ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী, সংশ্লিষ্ট খাতের গবেষক ও বিশ্লেষকবৃন্দের ধারণার ওপর ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট দেশকে ০ (উচ্চ মাত্রায় দুর্নীতির শিকার) থেকে ১০০ (কম মাত্রায় দুর্নীতির শিকার) এর স্কেলে পরিমাপ করে, স্কোরের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহের দুর্নীতির অবস্থান নির্ণীত হয়।

সিপিআই নিরূপণ-পদ্ধতি

সিপিআই অনুযায়ী দুর্নীতির সংজ্ঞা হচ্ছে ব্যক্তিগত সুবিধা বা লাভের জন্য 'সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার' (abuse of public power for private gain)। যে সকল জরিপের তথ্যের ওপর নির্ভর করে সূচকটি নিরূপিত হয় তার মাধ্যমে সরকারি ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহারের ব্যাপকতার ধারণারই অনুসন্ধান করা হয়।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ১২টি প্রতিষ্ঠানের ১৩টি ভিন্ন জরিপের তথ্য ব্যবহার করে সিপিআই প্রণীত হয়। এ ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৩টি ও সর্বোচ্চ ১০টি (অঞ্চল ও দেশভেদে জরিপের লভ্যতার ওপর নির্ভর করে) জরিপের সমন্বিত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে প্রতিটি দেশের সূচক নির্ধারিত হয়। এটি একটি যৌগিক সূচক, যাকে জরিপের ওপর জরিপও বলা হয়ে থাকে। জরিপগুলোতে মূলত ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী, সংশ্লিষ্টখাতের গবেষক ও বিশ্লেষকবৃন্দের ধারণার প্রতিফলন ঘটে থাকে। সিপিআই নির্ণয়কালে জরিপের তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সর্বোচ্চ মান এবং বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। সূচকের তথ্য সংগ্রহে মূলত চারটি ধাপ অনুসৃত হয়। সূচক নির্ণয়ে অনুসৃত জরিপ ও গবেষণা-পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন: www.transparency.org/cpi

সিপিআই নির্ণয়-পদ্ধতির ক্রমবর্ধমান উৎকর্ষতা ও সূচকের সহজীকরণের জন্য ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) ২০১২ সাল থেকে নতুন স্কেল ব্যবহার শুরু করে। ১৯৯৫ সাল থেকে ব্যবহৃত ০ থেকে ১০ এর স্কেলের পরিবর্তে দুর্নীতির ধারণার মাত্রাকে ২০১২ সাল থেকে ০ থেকে ১০০ এর স্কেলে নির্ধারণ করা হয়। এই পদ্ধতি অনুসারে স্কেলের "০" স্কোরকে দুর্নীতির ব্যাপকতা সর্বোচ্চ এবং "১০০" স্কোরকে দুর্নীতির ব্যাপকতা সর্বনিম্ন বা সর্বাধিক সুশাসিত বলে ধারণা করা হয়। যে দেশগুলো সূচকে অন্তর্ভুক্ত নয়, তাদের সম্পর্কে এ সূচকে কোনো মন্তব্য করা হয় না। উল্লেখ্য, সূচকে অন্তর্ভুক্ত কোনো দেশই এ পর্যন্ত সিপিআই–এ শতভাগ স্কোর পায়নি, অর্থাৎ দুর্নীতির ব্যাপকতা সর্বনিম্ন– এমন দেশগুলোতে কম মাত্রায় হলেও দুর্নীতি বিরাজ করছে।

এ বছর বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র হিসেবে ৮টি জরিপ ব্যবহৃত হয়েছে। সেগুলো হলো–

সূচকে ব্যবহৃত দুর্নীতির ধরন ও বিষয়

- ঘুষ ও সরকারি তহবিল তছরুপ এবং সরকারি চাকরির নিয়োগে স্বজনপ্রীতি
- ব্যক্তিগত লাভের জন্য সরকারি অফিসের অবাধ ব্যবহার
- সরকারি কাজে অতিরিক্ত লাল ফিতার দৌরাত্ম্য এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতা
- রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বলয়ে কায়েমি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর দখলদারিত্ব
- দুর্নীতি প্রতিরোধক পর্যাপ্ত আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা
- গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিমূলক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো
- সরকারি খাতে দুর্নীতি দমনে সক্ষমতা এবং দুর্নীতির মামলার কার্যকর বিচার
- সরকারি কর্মকর্তাদের আর্থিক এবং সম্ভাব্য স্বার্থের দ্বন্দ্ব প্রকাশের আইনি বাধ্যবাধকতা
- দুর্নীতির স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশকারী, সাংবাদিক ও তদন্তকারীদের আইনি সুরক্ষা
- জনসংশ্লিষ্ট কিংবা সরকারি কর্মকাণ্ডে তথ্যের অভিগম্যতা

সিপিআই ও টিআইবি

সিপিআই প্রণয়নে টিআইবি কোনো ভূমিকা পালন করে না। এমনকি টিআইবির গবেষণা বা জরিপ থেকে প্রাপ্ত কোনো তথ্য বা বিশ্লেষণ টিআই–এ প্রেরিত হয় না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের টিআই চ্যাপ্টারের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। টিআই–এর অন্যান্য দেশের চ্যাপ্টারের মতোই টিআইবি দেশীয় পর্যায়ে টিআইকর্তৃক নির্ধারিত একই দিন ও সময়ে সিপিআই প্রকাশ করে মাত্র।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

- স্বাধীন, নিরপেক্ষ, দলীয় রাজনীতিমুক্ত, অলাভজনক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান।
- জনগণের মধ্যে সুশাসনের চাহিদা গড়ে তুলতে ১৯৯৬ সাল থেকে দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন হিসেবে কাজ করছে।
- গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার, আইনের শাসন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সততা, নিরপেক্ষতা এবং সকলের সমান অধিকারের মূল্যবোধ ধারণ করে।
- সম্পূর্ণভাবে দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত এবং কোনো রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর পক্ষ বা বিপক্ষ হয়ে কাজ করে না।
- সকল কার্যক্রম দুর্নীতির বিরুদ্ধে, সরকার বা কোনো প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নয়।
- গবেষণা, নাগরিক সম্পৃক্ততা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করে।
- স্থানীয় পর্যায়ে পাঁচটি প্রাধান্যপ্রাপ্ত কর্ম খাত– শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূমি, পরিবেশ ও নির্মাণ।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আইন, নীতি-কাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিক চর্চায় পরিবর্তনের লক্ষ্যে সরকারসহ সকল অংশীজনের সহায়ক হিসেবে কাজ করে।
- সারাদেশে ৪৫টি অঞ্চলে (৩৮টি জেলা ও ৭টি উপজেলা) প্রায় ১২ হাজার স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে: সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক), ইয়ুথ এনগেইজমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট (ইয়েস) গ্রুপ, ইয়াং প্রফেশনাল এগেইনস্ট করাপশন (ওয়াইপ্যাক), অ্যাকটিভ সিটিজেন্স গ্রুপ (এসিজি) ও টিআইবি সদস্য।

টিআইবির চলমান সার্বিক কার্যক্রমের সহায়ক সংস্থাগুলো হলো– যুক্তরাজ্যের ফরেইন কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস (এফসিডিও), সুইডেনের সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সিডা), সুইজারল্যান্ডের দ্যা সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কো-অপারেশন (এসডিসি), কিংডম অব নেদারল্যান্ড, ওপেন সোসাইটি ফাউন্ডেশন (ওএসএফ), ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল সেক্রেটারিয়েট এবং তারা ক্লাইমেট ফাউন্ডেশন।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৬৭-৭০, ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৭২
info@ti-bangladesh.org www.ti-bangladesh.org TIBangladesh